WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PURTA BHAVAN (2ND FLOOR)
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,
KOLKATA-700 091
PHONE: 2337-7707, FAX: 2337-9633
E-mail: **wbhrc2013@gmail.com**

Ref. No. Dt. - 29th April, 2021

To
The Hon'ble Justice Shri. P.C. Pant,
Acting Chairperson, National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, Block-C, GPO Complex, INA
New Delhi - 110023

Subject: Regarding complaint dated 28/4/2021 vide diary no 6133/IN/2021.-HRCNET, NHRC

Dear Sir, Date: 29/4/2021

I am submitting herewith further evidence in connection with the complaint dated 28th April 2021 vide diary no 6133/IN/2021.-HRCNET, NHRC. I am submitting the URL link to tweets made from three separate twitter handles wherein video footage of the incident has been posted through the respective twitter handles. In addition to these tweets I am also submitting a video posted on YouTube by Aaj Tak on their YouTube channel along with the URL link of the said video. A copy of the permission to solemnize the marriage ceremony obtained from website of Swarajyamag and its URL link is also submitted herewith.

The aforementioned particulars are laid out in a tabular form for your kind perusal.

Particulars	URL Link
Video footage posted through	https://twitter.com/AwanishSharan/status/1387090229882810368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387090229882810

WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
PURTA BHAVAN (2ND FLOOR)
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,
KOLKATA-700 091
PHONE: 2337-7707, FAX: 2337-9633
E-mail: wbhrc2013@gmail.com

Twitter handle @AwanishSharan	368%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20383990002859496019.ampproject.net%2F2104170104001%2Fframe.html
Video footage posted through Twitter handle @BobbyShailendra	https://twitter.com/BobbyShailendra/status/1387092494991511559?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387092494991511559%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20383990002859496019.ampproject.net%2F2104170104001%2Fframe.html
Video footage posted through Twitter handle @drsushkamal	https://twitter.com/drsushkamal/status/1387097745744306179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387097745744306179%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20383990002859496019.ampproject.net%2F2104170104001%2Fframe.html
Video posted by Aaj Tak on their YouTube channel	https://www.youtube.com/watch?v=UJYtla5FvV0
Copy of the permission to solemnize the marriage ceremony	https://swarajyamag.com/news-brief/i-am-your-bloody-dm-arrest-these-guys-tripura-ias-officer-abuses-and-thrashes-wedding-attendees
Clippings of Ananda Bazar Patrika dated 28th and 29th April 2021.	

The aforementioned videos have been downloaded and are enclosed herewith.

Thanking You,

Yours Faithfully,

Justice Girish Chandra Gupta,

Former Chief Justice, Calcutta High Court,

Chairman, West Bengal Human Rights Commission

Diary Details

Diary No	6133/IN/2021	**Complainant Name**	chairperson, wbhrc
Address	purta bhavan block-df, sector-1,salt lake,kolkata-91		
State	WEST BENGAL	**District**	NORTH 24-PARGANA

নিন্দার মুখে ত্রিপুরার সেই জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: কোভিড বিধি না-মানার অভিযোগে কার্ফুর মধ্যে দু'টি বিয়েবাড়িতে মঙ্গলবার অভিযান চালিয়েছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক শৈলেশকুমার যাদব। অভিযোগ ওঠে, ওই সময়ে জেলাশাসক অভব্য আচরণ করেছেন মহিলা ও বৃদ্ধদের সঙ্গে। পুরোহিতকে চড় মেরেছেন তিনি, ঘাড়ধাক্কা দিয়েছেন বরকে।

অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন আচরণের নিন্দা করেছেন। গায়ক সোনু নিগম ফেসবুকে লিখেছেন, জেলাশাসক এক জন গুন্ডার সুরেই আদেশ দিচ্ছিলেন। জেলাশাসক প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিলেও পরে বলেছেন, জননিরাপত্তার স্বার্থে করা পদক্ষেপের জন্য তিনি আদৌ অনুতপ্ত নন। আইনভঙ্গকারীদের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণই করা হয়েছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। বিজেপির পাঁচ বিধায়ক শৈলেশকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন। মুখ খুলেছেন কংগ্রেস নেতারাও। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এই ঘটনায় আগেই ক্ষমা চেয়েছেন।

বিয়েবাড়ি রুখতে 'তাণ্ডব' জেলাশাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: করোনা বিধি ভঙ্গের দায়ে বিয়েবাড়িতে অভিযান নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইছে ত্রিপুরায়। প্রশাসনিক উচ্চপদে থেকে বর, বরপক্ষ, পুরোহিত এবং পুলিশ আধিকারিককে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় পশ্চিম জেলাশাসক শৈলেশকুমার যাদবের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেট নাগরিকেরা। এমনকি শাসক দলের বিধায়কেরাও এই জেলাশাসকের সমালোচনা করেছেন। অনভিপ্রেত এই ঘটনার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় গত ২২ এপ্রিল থেকে নৈশকালীন কার্ফু জারি হয়েছিল। সরকারি নিয়মে বাড়িঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বিয়েতে আপত্তি নেই প্রশাসনের। হল ভাড়া নিয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে রাত ১০টার মধ্যে সব অনুষ্ঠান শেষ করতে বলেছে প্রশাসন।

গত কাল আগরতলায় উত্তর গেট এলাকায় মানিক্য কোর্ট এবং গোলাপ বাগান নামে দু'টি বাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া নিয়েছিল সংশ্লিষ্ট পরিবার। মানিক্য কোর্টে সন্ধের মধ্যে বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার পর আত্মীয়স্বজনদের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চলছিল। জানা গিয়েছে, বারাণসী থেকে বর বিয়ে করার জন্য পরিবারের সঙ্গে আগরতলায় এসেছিলেন। অভিযোগ, তিনি জেলাশাসকের হাতে নিগৃহীত হন।

অভিযোগ, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক শৈলেশকুমার যাদব বিয়েবাড়িতে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং

■ নিগ্রহের এই ভিডিয়োই ভাইরাল।

লাঠি চালাতে নির্দেশ দেন। সেখানে উপস্থিত লোকজনের উপরে লাঠি চালায় জেলাশাসকের সঙ্গের পুলিশকর্মীরা। বৃদ্ধ, শিশু, মহিলারাও হামলার হাত থেকে রেহাই পাননি। অভিযোগ, একই ঘটনা ঘটেছে গোলাপ বাগানে অনুষ্ঠিত বিয়ের অনুষ্ঠানে। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক সেখানেও গিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দেন। এমনকী খাবার টেবিল থেকে অতিথিদের তুলে দেন তিনি। বরকে ঘাড়ধাক্কা দেন। পুরোহিতের গলা ধরে চলে যেতে বলেন। বর ও কন্যাপক্ষের লোকজন বোঝাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন।

ওই দুটি বিয়েবাড়ি এক বছরের জন্য সিল এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের গ্রেফতারির নির্দেশ দেন শৈলেশ। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্টই বলেন, "শিক্ষিত লোকেরাই আইন ভাঙছেন। এ ভাবে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান করে করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছেন তাঁরা। পদক্ষেপ না করলে পরে এঁরাই বলবেন সরকার কিছু করছে না।" অবশ্য রাতে গোলাপ বাগানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন।

অভিযোগ, ক্ষুব্ধ জেলাশাসক পশ্চিম থানার ওসি এবং পুলিশকর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। তিনি বলেন, "দায়িত্ব পালন না করার জন্য পশ্চিম থানার ওসি-কে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করব।" আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানিয়েছেন, গত কাল জেলাশাসক যে ভাবে অভিযান চালিয়েছেন তা আইনসিদ্ধ নয়। তাঁর নির্দেশ বা সুপারিশে কাউকে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করাও সম্ভব নয়।

এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। শাসক দল বিজেপিরই বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী ও রামপ্রসাদ পাল ফেসবুকে ঘটনার কড়া সমালোচনা করেন। সুশান্তবাবু লেখেন, "করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। সত্তরোর্ধ্ব এক জন পুরোহিতকে গলাধাক্কা দেওয়া, বর ও বধূকে হেনস্থা করার ঘটনা মেনে নিতে পারছি না।" রামপ্রসাদবাবুর মতে, ওই জেলাশাসক 'পাগল'। তাঁকে বরখাস্ত করা উচিত।

এরই মধ্যে নতুন ভাবে বিতর্ক ছড়িয়েছেন তিপ্রা মথা দলের নেতা প্রদ্যুতকিশোর মানিক্য দেববর্মন। 'মানিক্য কোর্ট' বাড়ির মালিক তিনিই। জানিয়েছেন, বাড়ি সিল করার আদেশ পাননি। তবুও বাড়ি আপাতত বন্ধই থাকবে। কংগ্রেস নেতা তাপস দে-র মতে, এর পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা স্বশাসিত পরিষদ দখল করেছে প্রদ্যুতের দল। তাঁর বক্তব্য, "গত কাল অন্য এলাকাতেও বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু সেখানে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের দেখা পাওয়া যায়নি।" কৃষকসভার নেতা পবিত্র করের বক্তব্য, "এই ঘটনা উত্তরপ্রদেশের বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।"